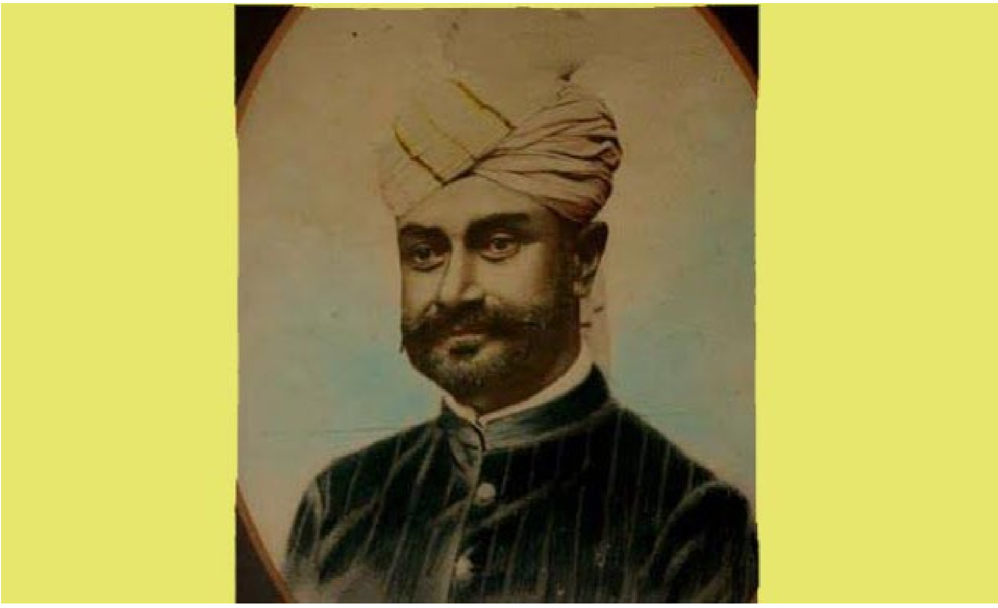

আলীমুজ্জামান চৌধুরী

১৮৬৭

বৃহত্তর ফরিদপুরের রাজবাড়ী জেলার পাংশা থানার বেলগাছিতে

ফয়েজবক্সের ছেলে খান বাহাদুর আলীমুজ্জামান তৎকালীন ফরিদপুর জেলার তৃতীয় গ্রাজুয়েট এবং বৃটিশ ভারতের অন্যতম রাজনীতিক ছিলেন। ১৯০৬ সালে ঢাকায় নিখিল ভারত মুসলিম শিক্ষা সম্মেলন হয়, যে সম্মেলনে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের জন্ম হয়। এ সম্মেলনে যোগদানকারীদের অন্যতম ছিলেন খান বাহাদুর আলীমুজ্জামান চৌধুরী। মুসলমানরা সমাজে ছিল পশ্চাৎপদ। শিক্ষা, ব্যবসা, চাকরি প্রতিপত্তি সর্বত্রই তারা অনেক পিছনে পড়ে ছিল। অত্র অঞ্চলের মুসলিম জাগরণে তিনি বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে গেছেন। হাড়োয়া জমিদার পরিবারটি প্রতাবশালী হলেও তাদের জীবনযাপন ছিল অতি সাধারণ। তারা বসবাস করতেন অতি সাধারণ ভাবে ছনের তৈরী গৃহে। কিন্তু ব্যক্তিত্বে তারা অনড়, আপোষহীন। আলীমুজ্জামান চৌধুরী নবাব পরিবারে বিবাহ করেছিলেন কিন্তু চৌধুরী বাড়ি ছনের গৃহ হওয়ায় তাঁর স্ত্রী সেখানে যেতে অনীহা প্রকাশ করেন। এতে অতি ব্যক্তিত্ববান আলীমুজ্জামান চৌধুরী বিবাহের পরপরই ফিরে আসেন। তারপর আর তিনি শ্বশুর বাড়িতে যাননি। তার ভাইয়ের নাতি রনজু চৌধুরীর নিকট থেকে জানা যায় জীবনের শেষ মুহুর্তে স্ত্রীর সাথে দেখা হয়। অনমনীয় ব্যক্তিত্ববান চৌধুরী আলীমুজ্জামান শুধুই মানুষের কল্যাণে কাজ করে গেছেন। সমাজহিতৈষী, প্রজাপরায়ণ, সমাজ উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের জন্য খান বাহাদুর উপাধিপ্রাপ্ত হন। ফরিদপুর জেলা বোর্ড গঠিত হলে দ্বিতীয় চেয়ারম্যান হিসাবে খান বাহাদুর আলীমুজ্জামান ১৯২৩ থেকে ১৯৩৫ পর্যন্ত ফরিদপুর জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন। তিনি ফরিদপুর পৌরসভার সভাপতি ছিলেন। আলীমজ্জামান চৌধুরীই হচ্ছেন ফরিদপুরে মুসলমানদের মধ্যে প্রথম গ্রাজুয়েট। তিনি ফরিদপুরের উন্নয়নে প্রচুর জনকল্যাণমূলক কাজ করেছেন এবং জেলার উন্নয়নের অগ্রনায়ক ছিলেন। তাঁর নামে ফরিদপুরে আলীমুজ্জামান ব্রীজ, আলীমুজ্জামান হল, আলীমুজ্জামান সড়ক ইত্যাদি রয়েছে।